3 1 OCT 1989

দৈনিক ইনকিলাব 04

তারিখ ... 31 OCT ... পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬

শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী অকৃতকার্য

গড় পাসের হার মাত্র ২৪ দশমিক ৫৬

৪টি বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

গতকাল ৪টি বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম গতকাল সকালে শিক্ষা ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফলাফলের ঘোষণা দেন। এবার ৪ বোর্ডের পাসের মোট গড় হার ২৪ দশমিক ৫৬। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডের পাসের হার ২৫ দশমিক ২৫, কুমিল্লা বোর্ডের পাসের হার ২৬ দশমিক ৮৮, রাজশাহী বোর্ডের পাসের হার ২৬ দশমিক ৬৭ এবং যশোহর বোর্ডে পাসের হার হচ্ছে ১৯ দশমিক ৪৭। ফলাফল ঘোষণার আগে ৪ বোর্ডের চেয়ারম্যানগণ মন্ত্রীর নিকট ফলাফলের বই হস্তান্তর করেন। এ বছর ৪টি বোর্ডে মোট ৩ লাখ ১৫ হাজার ৮শ' ৮৯ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে মাত্র ৭৮

শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হাজার ৪শ' ৫২ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। ফেল করেছে ২ লাখ ৩৭ হাজার ৪শ' ৩৭ জন। অকৃতকার্যের গড় হার শতকরা ৭৫ দশমিক ১৬। এর মধ্যে কম্পার্টমেন্টাল পেয়েছে ১৯ হাজার ৫শ' ৬৮ জন। এ বছর থেকে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার সুযোগ দেয়া হয়েছে।

৪ বোর্ডে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে মোট ৮ হাজার ৯শ' ৫০ জন। দ্বিতীয় বিভাগে ৪১ হাজার ৩শ' ৪৬ জন এবং তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ২৮ হাজার ১শ' ৫৬ জন।

৪ বোর্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে ঢাকা কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র জিসান রহমান খান। সে ৪টি বিষয়ে লেটারসহ সর্বমোট নম্বর পেয়েছে ৯৮৩। সে ঢাকা বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

এছাড়া কুমিল্লা বোর্ডে ৪টি বিষয়ে লেটারসহ ৯২৫ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার, করেছে কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের নওশাদ আমিন। ৯৭২ নম্বর পেয়ে রাজশাহী বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকার করেছে রাজশাহী কলেজের মাহজুবা উম্মে সালাম। সে ৫টি বিষয়ে লেটার পেয়েছে।

যশোহর বোর্ডে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের ছাত্র মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ইকবাল ৪টি বিষয়ে লেটারসহ ৯৪১ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

এ বছর ঢাকা বোর্ড থেকে মোট ৯২ হাজার ৫শ' ৮১ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে মোট ২৩ হাজার ৩শ' ৭৯ জন। প্রথম বিভাগে ৪ হাজার ৯শ' ৬৩ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ১৩ হাজার ৬শ' ৫১ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ৪ হাজার ৭শ' ৬৫ জন।

কুমিল্লা বোর্ডে এবছর ৭৩ হাজার ২শ' ৫২ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়েছে ১৯ হাজার ৬শ' ৯৫ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ১ হাজার ১শ' ৯৩ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৯ হাজার ৩শ' ২৯ জন, তৃতীয় বিভাগে ৯ হাজার ১শ' ৭৩ জন।

রাজশাহী বোর্ডে এবছর মোট ৮৫ হাজার ৭শ' ৩৫ জন অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়েছে ২২ হাজার ৮শ' ১৫ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ১ হাজার ৬শ', দ্বিতীয় বিভাগে ১১ হাজার ৪শ' ৫২ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ৯ হাজার ৭শ' ৬৩ জন উত্তীর্ণ হয়েছে।

যশোহর বোর্ডে মোট ৬৪ হাজার ৫শ' ২১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে মাত্র ১২ হাজার ৫শ' ৬৩ জন। উল্লেখ্য যে, এই বোর্ডেই পাসের হার সর্বনিম্ন। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ১ হাজার ১শ' ৯৪ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৬ হাজার ৯শ' ১৪ জন এবং তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ৪ হাজার ৪শ' ৫৫ জন।

গত ৮ জুন থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত এবছর মোট ৫শ' ১৬টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ৩টি বিদেশী কেন্দ্রসহ ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে কেন্দ্র সংখ্যা ছিলো ১৩০টি, কুমিল্লায় ১১৮টি, রাজশাহীতে ১৪০টি এবং যশোহরে ১২৮টি। এবছর ৩ লাখ ১৫ হাজার ৮শ' ৮৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ছিলো ২ লাখ ২৭ হাজার ৯শ' ৪০ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা ছিলো ৮৭ হাজার ৯শ' ৪৯ জন। ছাত্রদের শতকরা পাসের হার ২৪ দশমিক এক এবং ছাত্রীদের পাসের হার ২৬ দশমিক ৯৮ জন।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বলেন, এইচএসসি পরীক্ষা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই পরীক্ষার পরই ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষ শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। তিনি পরীক্ষায় কৃতকার্যের জন্য অভিনন্দন জানান এবং যারা কৃতকার্য হতে পারেনি- তাদের আগামীতে ভালো করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আহবান জানান।

পাসের হার আশংকাজনকভাবে কমে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের জন্য এবছর আমরা বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। শিক্ষক, বোর্ড কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনের মধ্যে একটা সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। বোর্ড থেকে বিশেষ পরিদর্শক দল গঠন করা হয়েছিলো। নকল প্রবণতা কমানোর লক্ষ্যেই এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ প্রসংগে তিনি বলেন, এবছর অসদুপায় অবলম্বনের জন্য প্রায় ২৭ হাজার পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবকদের সহযোগিতায় এই প্রবণতা কমিয়ে আনতে হবে। পরীক্ষার জন্য নকলের উপর নির্ভর না করে মেধার উপর নির্ভর করলে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। ফল প্রকাশের সময় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী, শিক্ষা সচিব হেদায়েত হোসেন এবং ৪ বোর্ডের চেয়ারম্যানগণ ও বোর্ড কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।